



বীর শহীদ

মো: রুমান

জন্ম তারিখ: ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৪
শাহাদাতের তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪
বিভাগ: ঢাকা সিটি
জেলা: ঢাকা

শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

পেশা: হাউজ কিপিং,
শাহাদাতের স্থান: ধানমন্ডি ০৫ নম্বার রোড

শাহাদাতের বিস্তারিত ঘটনা ও ইতিহাস

শহীদ মো: রুমান ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় ১৯৯৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মায়ের চার সন্তানের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। তাঁর পিতা মো: স্বপন ব্যাপারী একজন চা দোকানদার ছিলেন। রুমানের বয়স যখন এক বছর তখন তার পিতা মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর থেকে তাঁর জীবনের মর্মান্তিক অধ্যায় শুরু হয়। বাবা স্বপন বেপারী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শহীদ রুমানের মা ও তার ভাইবোনদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এরপর শহীদ রুমান ও তার ভাইবোনদের দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব তার মায়ের উপর এসে বর্তায়। কিছুদিন পর তার মা মোসা: লুচি বেগম ও অন্য একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার বড় বোন রুমিয়া আক্তার (৩১), ছোট দুই ভাই যথাক্রমে রাজু (২৪) ও সাজু (২২) ল্যাবএইড হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন কর্মী। শহীদ রুমানও উক্ত হাসপাতালে ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বাবা-মায়ের পারিবারিক টানাপোড়েন ও দারিদ্রতার কারণে শহীদ রুমান ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। অভাবের কারণে বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেননি। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও শহীদ মো: রুমান ছিলেন নির্লোভ, কষ্ট সহিষ্ণু, কর্মচঞ্চল ও ত্যাগী যুবক। তার আচরণে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মীরা খুবই সন্তুষ্ট ছিল। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ভাই-বোনদের পড়াশোনার খরচ বহন করা সম্ভব হয়নি বিধায় তাদেরকেও পেশাজগতে ঢুকে যেতে হয়। জীবিকার তাগিদে তাকে সবসময় কষ্ট করতে হয়েছিল। সারা দেশে যখন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলছিল তখনো তাকে নিয়মিত অফিসে যেতে হয়েছে। ১৯ জুলাই ২০২৪ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিনি পুলিশের গুলিতে মারা ত্রুকা আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল ২৯ বছর।

শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা

১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার। চলছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমপ্লিট শাউডাউন কর্মসূচী। অপরদিকে অবৈধ স্বৈরাচারী সরকার কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছে। সারা দেশে ছাত্র-জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। সকল শ্রেণি পেশার মানুষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা দেশে ছাত্র-জনতার সাথে সরকারের পোষা গুণ্ডাদের ধাওয়া পালাটা ধাওয়া চলে। জুম'আর নামাজের পর শহীদ মো: রুমানও অন্যদের সাথে আন্দোলনে অংশ নিতে অফিস থেকে বের হয়ে আসেন।

অফিস থেকে বের হয়ে তিনি ধানমন্ডির ০৫ নং রোডে এসে আন্দোলনকারীদের সাথে যুক্ত হন। মিছিল ব্যাপক আকার ধারণ করলে চতুর্দিক থেকে ঘাতক আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও পুলিশ সদস্যরা জনতাকে লক্ষ্য করে লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল, ছররা গুলি, রাবার বুলেট, গ্রেনেড বোমা নিক্ষেপ করে এবং সাজোয়া যান, হেলিকপ্টার ও উচু ভবন থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রের মাধ্যমে গুলিবর্ষণ শুরু করে। নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ছাত্ররা টিয়ারশেলের ধোয়া থেকে বাঁচতে কাগজ, পত্রিকা, টায়ার প্রভৃতিতে আগুন ধরিয়ে নিজেদের চোখ রক্ষা করার চেষ্টা করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সাহসী রুমান আহত ছাত্রদের ঝুঁকি নিয়ে রক্ষা করে হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করেন। শহীদ রুমান বুলেটের সামনে বুক পেতে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। ঘাতকেরা রুমানকে টার্গেট করে। আনুমানিক দুপুর ২:৩০ মিনিটের সময় একটি বুলেট তাঁর মাথায় বিদ্ধ হয়। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শহীদ রুমান। মাথা থেকে রীতিমতো তার মগজ বেরিয়ে এসেছিল। এভাবেই শাহাদাতের খাতায় নাম লেখান শহীদ মো: রুমান।

স্থানীয় লোকজন তার গলায় আইডি কার্ড দেখে শনাক্ত করেন তিনি ঢাকার ল্যাবএইড হাসপাতালের কর্মচারী। তৎক্ষণিক তাকে হাসপাতালে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। তার হৃদয় বিদারক মৃত্যু দেখে স্থানীয় লোকজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

প্রতিবেশী মোসা: খাদিজা বেগমের ভাষ্যমতে, শহীদ মো: রুমান একজন নম্র, ভদ্র, বিনয়ী ও পরোপকারী মানুষ। নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। কখনো কারও সাথে খারাপ আচরণ করতেন না।

পরিবার সংক্রান্ত তথ্য

শহীদ মো: রুমান ছোট থেকেই তার পরিবারে এক সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আসছিলেন। শৈশবেই তার বাবা মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বাবা অন্যত্র বিয়ে করার পর শহীদ রুমানের ভাইবোন ও তার মায়ের সাথে যাবতীয় যোগাযোগ বন্ধ করে দেন।

কিছুদিন পর শহীদ রুমানের মা দুই সন্তান সহ অন্যত্র বিয়ে করেন। তার সং বাবা একজন রিক্সাচালক। শহীদ রুমানের দুই ভাই ও এক বোন আছে। বাবা-মা দুজনেই বেঁচে আছেন। তাদের পরিবারের কোন স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি নেই। ঢাকার হাজারীবাগে একটি টিন শেড বাড়িতে ভাড়া থাকেন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম : শহীদ মো: রুমান

পেশা : হাউজ কিপিং, ল্যাবএইড হাসপাতাল, ধানমন্ডি

জন্ম : ১৩/১২/১৯৯৪, ২৯ বছর

জন্ম স্থান : হাজারীবাগ ঢাকা

পিতা : জনাব মো: স্বপন ব্যাপারী, চায়ের দোকানদার

মাতা : মোসা: লুচি বেগম

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৫ জন

শাহাদাৎ বরণের তারিখ ও সময়কাল : ১৯ জুলাই ২০২৪ দুপুর ২:৩০ আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান

ঘটনার স্থান : ধানমন্ডি ০৫ নাম্বার রোড

আক্রমণকারী : ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ ও পুলিশ

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : হাজারীবাগ, ঢাকা

পবিত্র কুরআনের বাণী

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। (সূরা আল-বাকারা ২:১৫৪)

হাদীস শরীফ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “শহীদদের আত্মা সবুজ পাখির পেটে থাকে।” (সহীহ মুসলিম ১৮৮৭)

দোয়া পাঠ: ০ জন

শহীদদের স্মৃতিচিত্র ও ফটো গ্যালারি



মেসার্স ইয়াত্রা ট্রেডার্স
মালিকঃ আব্দুল আলেক
যোগাযোগঃ ০১৮১৭০৯২৭০৫ অঙ্গার

আজিমপুর কবরস্থান, ঢাকা।

অনুসন্ধান নং: 7113 সনাক্তিকৃত/সিআই/কনঃ ২০.০৭.২০২৪

মৃত ব্যক্তির নামঃ মোঃ রুমান
পিতার নামঃ আব্দুল হান্নান ইমরুল কাদের

কবরের আকৃতিঃ স্ব/মধ্যম/মোট

বিবরণ	পরিমাপ	মাত্র	টাকা
ক) কক্ষ	৩০	২০	৬০০
খ) চাপাই	৭২	২০	২০০
গ) কবর খোদাই	৭০০	২০	২২০

অধ্যক্ষের নামঃ **আব্দুল হান্নান** সনাক্তিকৃতঃ **৬৬৭**

স্বাক্ষরঃ **আব্দুল হান্নান**

আজিমপুর/জুলাই/কবরস্থানের রশিদ বহি
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

১০৮৭-৮২, ২৯২, ৮০৮
অনুসন্ধান নং: ৮০৮
অনুসন্ধান নং: ২৮১৪

ক) মৃত ব্যক্তির নামঃ মোঃ রুমান (বাবা)
পিতার নামঃ মোঃ আব্দুল হান্নান (বাবা)
ঠিকানাঃ আব্দুল হান্নান (বাবা) ১০৮৭-৮২, ২৯২, ৮০৮
বয়সঃ ২০

কবরের আকৃতিঃ স্ব/মধ্যম/মোট

মৃত ব্যক্তির নামঃ মোঃ রুমান (বাবা)
বিস্তারিত ঠিকানাঃ

মৃতদেহ কবরস্থ করার আদেশক্রমে কবর খোদাই বিস ব্যাল মেট
ঢাকা মার্গে পুণিয়া পাউলসঃ
স্বাক্ষরঃ **আব্দুল হান্নান**
তারিখঃ ২০/০৭/২৪

